মুজিব ইরম

রান্না

কাঁঠালের তরকারি বুঝি তুমি শুধু রাঁধো!

ডেফলের তরকারিতে একটা বয়স এসে থেমে যায়
কলার থোড়ের মাঝে আরেক জীবন...
নালিয়া শাকের বুঝি বয়স আর বাড়লো না এখনো!

তুমি রাঁধো
তোমার রান্নার পাশে এ-জীবন অর্থময় হোক ।

২.
তুমি আজ রান্না করবে লতা আর হিদইল
মানকচু তোমার হাতে আনাজি হয়েছে...

নইলার হাওরে যদি ফের যাই আলোয়া শিকারে
যদি যাই বিজলা গাঙ্গে ঘাসীয়ারা নাওয়ে করে
উড়াল জালে তুলে আনতে জ্যোৎস্নার ঝিলিক...
তুমি কি ফজরে উঠে কালিয়ারা মাছের স্বাদ বাতাসে ছড়াবে?

দড়াটানার মাছের স্বাদে বহুকাল আটকা পড়ে আছি!

৩.
কতোদিন মনু-জলে মাছেদের উড়াল দেখি না
মনে বড়ো বাদলা নেমেছে...

তুমি তুলে আনো ঘি শাক, ফরাসের বিচি...
বিরান করো পাঙ্গাসের পেটি, বোয়ালের কুর...
রাঁধো পাবদার সুরু, ইলিশের নিল্লা সালন...
উরির বিচির সাথে কড়ই ভাতের খয়েরি আয়েস

এই মন-বাদলার দিনে
তোমার রান্নার কাছে নতজানু হয়ে জীবনের মুগ্ধতা বাড়াই ।

৪.
তুমি মাখাইয়া রান্না করো চেলাপাতা মাছের সালন
জীবনের সন্তুটি বাড়ায়...
গোয়ালগাদ্দা উরির ঝোলে তুমি কি দিয়েছো ঢেলে মায়ার নিমক?
তোমার হাতে চুকাইপাতা টেঙ্গা হলে
এ জীবন মুখসুন্দরী বিলের মতো ফর্সা করে আফালি বাতাস...

তুমি দেবী
তোমার হাতের ভুনা খেয়ে এ জীবন স্বপ্নরাঙ্গা করি ।

৫.
তুমি দিও তেজপাতা, কমলার শুকনো বাকল
ডিমাল মাছের ঝোলে দিও তুমি সরিষার বাটা, বাড়তি মরিচ
যদি হয় পুকুরের হলহলা মখামাছ, দিও তাতে বিলাতি বাখরপাতা
আমড়ার বউল হলে বাউশের ডিম...
কৈশাকের মাঝে দিও জিওল, মাছের সুগন্ধি বাগার
লতার চচ্চরিতে কাঁঠালের বিচি, কাঙলার হিদইল
হইলফার টেঙ্গায় যদি মনে না-ধরে
দিও তবে রাঙ্গা ডুগির তরকারিতে বেলকইর স্বাদ...
চুকাইপাতার সিরা যদি রেখে দেই
হাতকড়ার সিরা যদি রেখে দেই
হাতকড়ার সুবাস যেনো তোমার ছোঁয়ায় জীবন দেখায়...
এমন রাঁধুনি হইও– দিও তুমি তৃপ্তিভরা সন্তানের মুখ ।

৬.
একদিন তুমি বানিও মরিচা গুড়ের চা শ্রাবণের মেঘলা সকালে
এই জন্মে আমি বড়ো পিয়াসী রয়েছি...
তোমার হাতের ফিকা চা
লবঙ্গ-এলাচ দানার-ঘ্রাণ নিয়ে এলে
আমি তবে জীবনের রঙ খুঁজে নেবো...
একদিন তুমি বানিও ইক্ষু-রসের ক্ষির মাঘের সকালে
শীতে ভিজে এই জন্মে ক্লান্ত হয়ে আছি
কোনো এক পৌষের ভোরে
ফুলে-ওঠা চৈ পিঠার পেটে তুমি নারিকেলের উষ্ণতা দিও
– আমাকে বাঁধিও তুমি সপ্তরাঙ্গা জলে...

৭.
তোমার আঁচলে লেগে আছে বাটা হলুদের দাগ, মসলার ঘ্রাণ
যতনে মুছিয়ে দাও এই কর্দমাক্ত পাপের শরীর...
কমলার বনে তুমি ঘুরেছো কি দিনভর?
তবে কাঁচা কমলার রসে মেখে দাও উন্নিগরম ভাত
– আমার এখনো কেনো জ্বর সারে না?
কাগজী লেবুর বনে ছায়া পড়ে থাকে
রান্নাঘরে কী এমন টান, ভরা রোদে রাঙ্গা হয় চইলতার আচার...
তোমার গতরে লেগে আছে রসুনের ঘ্রাণ, পেঁয়াজের ঝাঁঝ
কেটে দাও জলডুপ আনারসের সুগন্ধী আরাম
–আমার এখনো কেনো জ্বর সারে না?